১৬-০৮-১৮ প্রাত: মুরলী ওম শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানের ধারণা তখনই হবে যখন দেহী - অভিমানী হতে পারবে, দেহী - অভিমানী হওয়া বাচ্চাদেরই কেবল বাবার স্মরণ থাকবে"

প্রশ্ন :- কোন্ একটি ভুল করার কারণে মানুষ আত্মাকে নির্লিপ্ত বলে দিয়েছে ?

উত্তর :- মানুষ আত্মাকেই পরমাত্মা বলে দিয়েছে, এই ভুল করার কারণে আত্মাকে নির্লিপ্ত মেনে নিয়েছে, কিন্তু নির্লিপ্ত তো হলেন একমাত্র শিববাবা, যাঁর সুখ - দুঃখ, মিষ্টি বা তেতোর অনুভব নেই। আত্মা তো বলে দেয়, অমুক জিনিস টক। বাবা বলেন যে, আমার উপর কোনো জিনিসেরই প্রভাব পড়ে না, আমি এই সমস্ত জিনিস থেকে নির্লিপ্ত, আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, আমি সেই জ্ঞানই তোমাদের শোনাই।

গীত : - ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি.....

ওম্ শান্তি। এ কথা কে বলছেন ? আত্মারা এই শরীরের দ্বারা বলছে। আত্মা হলো শান্ত স্বরূপ। আমি আত্মা যখন এই শরীর পাই, তখনই আওয়াজের দুনিয়ায় আসি। এই শরীরের দ্বারা আমি আত্মা অনেক প্রকারের কর্ম করি। প্রথমে এই কথা নিশ্চিত করতে হবে। অন্য সৎসঙ্গে মানুষ মানুষকে শোনায়, দেহধারীরা কথা বলে। মানুষ বলে, অমুক মহাত্মা বলছেন। এখানে এমন কথা নেই। তোমরা বুঝতে পারো যে, আমরা হলাম আত্মা, আর এ হলো আমাদের শরীর রূপী অরগ্যান্স। আত্মা পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারাই শুনছে, যাঁর একই নাম শিব। এই সময় বাচ্চারা বসেছে শোনার জন্য। তাদের কে শোনান ? বেহদের বাবা। যখন পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়, তখন বুদ্ধিযোগ উপরের দিকে চলে যায়। শিবের অর্থ বিন্দু। আত্মাও বিন্দু এবং পরমাত্মাও বিন্দু কিন্তু তাঁকে পরমপিতা পরমাত্মা বলা হয়। তিনি হলেন বাবা আর আত্মারা তাঁর সন্তান। এ কথা বুঝতে হবে যে, আমরা আত্মারা এই শরীরের দ্বারা আমাদের পারলৌকিক বাবার সন্তান হয়েছি। বাচ্চারা তোমাদের দেহী - অভিমানী হতে হবে। আর সব জায়গায় মানুষ মানুষকে বোঝায়। কোনো গীতা পাঠক গীতাকে মনে করে বলবে যে, গীতায় ভগবান এমন এমন বলেছেন। তারা মনে করে, ভগবান সাকারে এই গীতা শুনিয়েছিলেন। কেউ আবার বসে বেদ - শাস্ত্র শোনায়। বেদ তো মানুষ রচনা করেছিলেন। নিরাকার ভগবান বেদ তৈরী করেন নি। ব্যাসদেব তো মানুষই ছিলেন। ব্যাসকে পরমাত্মা বলা হবে না। পরমপিতা পরমাত্মা হলেন বিন্দু। বাচ্চারা সাকারে,তাদের সাকারী রূপ। বাবা তো হলেন নিরাকার।

বাবা বলেন যে, আমাকে কখনোই ছোটো বা বড় হতে হয় না। তোমরা ছোটো - বড় হও। আমাকে তো পরমপিতাই বলা হয়। মানুষ প্রথমে বালক হয়ে তারপর বড় হয়ে বাবা হয়, তারপর আবার বালক হয়। আমি সবসময় পিতাই থাকি, আমি বালক হই না। আমার একই নাম, শিব। তোমাদের ৮৪ টি নাম হয় কারণ তোমরা ৮৪ জন্ম নাও। আমি পরমপিতা তো বিন্দু রূপ। কেবলমাত্র পূজার জন্য ভক্তিমার্গের লোকেরা বড় রূপ বানিয়ে রেখেছে যেমন কারোর বড় চিত্র বানানো হয়। বুদ্ধের অনেক বড় চিত্র বানানো হয়। এত লম্বা মানুষ তো হয় না। এ হলো সম্মান দেওয়া। মানুষ মনে করে ইনি অনেক বড় ছিলেন। বাবা তো উঁচুর থেকেও উঁচু, বড়র থেকেও বড়

পরমপিতা পরমাত্মা । বাবা বসে নিজের পরিচয় দেন – আমাকে শিব বলা হয় । বাচ্চাদের বোঝানো হয় – তোমাদের বোঝাতে হবে যে আমরা নিরাকার শিববাবার সম্মুখে যাই । আমাকে তো সবসময়ই পরমপিতা পরমাত্মাই বলা হবে । আমি হলাম মনুষ্য সৃষ্টির বীজরূপ । পরমাত্মা বসে এই কথা বুঝিয়ে বলেন । আত্মারই এই জ্ঞান থাকে । গাওয়াও হয় যে, পরমপিতা পরম আত্মা (পরমাত্মা), তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর । তিনি আমাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । প্রথমে আত্ম – অভিমানী হতে হবে । দেহ – অভিমানী হলে হবে না । ড্রামা অনুসারে কিন্তু তোমাদের দেহ – অভিমানী হতেই হয় । এখন আবার বাবা দেহী – অভিমানী বানাচ্ছেন ।

তোমরা সকলেই আমার সন্তান । ইনিও আমার সন্তান । আত্মা পরমপিতা পরমাত্মা দাদুর থেকে অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেয় । লৌকিক সম্বন্ধে কেবল পুত্রই সম্পত্তি পায়, কন্যা পায় না । বেহদের বাবা বলেন,তোমরা সকলেই আত্মা, তোমাদের প্রত্যেকেরই অধিকার আছে । তোমরা সকলেই আমি পরমপিতা পরমাত্মার ছিলে এবং আছো । মানুষ তো বলে, ও গড ফাদার, ও পরমপিতা পরমাত্মা । তারা মহিমা করে । কারা করে ? আত্মারা । ওই লৌকিক বাবা তো শরীরের, ইনি হলেন আত্মাদের বাবা । আত্মা ডাকতে থাকে, ও পরমপিতা পরমাত্মা । বাচ্চারা অবিনাশী বাবাকে স্মরণ করেই এসেছে কেননা রাবণ রাজ্যে কেবল দুঃখই দুঃখ । যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়, তবে থেকে স্মরণ করাও শুরু হয় । স্মরণ তো বাবাকেই করতে হবে কারণ আশীর্বাদী বর্সা বাবার থেকেই পাওয়া যায় । এখানে তো মানুষ অনেককেই স্মরণ করে । গুরুরা এই একের স্মরণই ভুলিয়ে দেয় । যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তাহলে গড বা ফাদার কাকে বলা হবে ? বাবা প্রতি মুহূর্তে বলেন – বাচ্চারা, দেহী – অভিমানী হও, উঠতে বসতে বাবাকে স্মরণ করো । মনে করো, আমরা শ্রীমতে চলছি । আমি আত্মা বাবার স্মরণে ভোজন গ্রহণ করছি । স্মরণের দ্বারাই বিকর্মের বিনাশ হবে । লক্ষ্য হলো অনেক বড় । এই যোগ কোনো মাসির ঘর নয় । মানুষ তো বাবার নামই প্রায় লোপ করে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণ তো বাচ্চা । এত বড় প্রালব্ধ অবশ্যই বাবা দিয়েছেন ।

বাবা বোঝান যে – দেহ সহিত দেহের সব ধর্ম ভুলে যাও । এই নাম তো সব পরে রাখা হয়েছে । তাই এই কথা বুঝতে হবে যে, পরমপিতা পরমাত্মার দ্বারা আমরা এই জ্ঞান পড়ছি । আর এমন কোনো স্কুল নেই যে, যেখানে তোমরা বুঝতে পারবে যে, আমরা হলাম আত্মা । তোমরা জানো যে, প্রথমে আমরা সতোপ্রধান ছিলাম তারপর সতো, রজো এবং তমোতে আসি । আত্মাতেই খাদ পড়ে । আমার মধ্যে তো কখনোই খাদ পড়ে না । আমি চিরকালীন প্রকৃত সোনা । তোমাদের আত্মা এই সময় সব আয়রণ এজের হয়ে গেছে । মাম্মাও বলবেন -- আমি শিববাবার থেকে যা শুনেছি, তাই শোনাই । শিববাবা তো নিজেই জ্ঞানের সাগর । এ খুবই বোঝার কথা । বরাবর আমরাই বাবার হয়েছি, তিনিই আমাদের পড়ান । বাবার কাছে পড়েই আমরা জীবনমুক্ত হই । জীবনমুক্তের অর্থ হলো, এই শরীরে তো আসতেই হবে কিন্তু সুখ ভোগ করবে । মুক্তি তো সবাই পায় কিন্তু জীবনমুক্তিতে নম্বর অনুযায়ী আসে । সব আত্মারাই তো মুক্ত হয় । বাবা দুঃখের থেকে অর্ধেক কল্পের জন্য মুক্ত করে দেন । তিনি বলেন, তোমাদের উদ্ধার করে জীবনমুক্ত বানাই । এরপর কেউ কতো, কেউ বা আরো কতো জন্ম নেয় । জীবনমুক্ত তো সবাই হয় । সদ্গতিদাতা হলো একজন । যত ধর্মস্থাপক আছে, তাঁরা পুনর্জন্ম নিতে নিতে এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে । আমি এসেই সবাইকে এই দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করি, তাই আমাকে লিবারেটর বলা হয়, মুক্তি – জীবনমুক্তি দাতাও বলা হয় । মুক্তির অর্থ নিজের ঘর সাইলেন্স হোমে যাওয়া । বাবাও পরমধাম থেকে আসেন, যাকে পরলোক বলা হয় ।

তোমরা নির্বাণধাম এবং স্বর্গধাম, দুইই স্মরণ করো । স্বর্গ এবং নরক এখানেই হয় । এই সময় সবাই বুঝতে পারে যে - এ হলো নরক । এখানে মানুষ কতো দুঃখ পেতে থাকে । গরুড় পুরাণে তো অনেক মুখরোচক কথা লিখে দিয়েছে যাতে মানুষ ভয় পায় এবং পাপ করার হাত থেকেও বেঁচে যায়, তাই এমন এমন কথা বসে বানানো হয়েছে । দ্বাপর থেকে এই শাস্ত্র বানানো শুরু হয় । বাবা বলেন যে, আমি এসে ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ ধর্মের রচনা করি । তারপর তারা সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী হয় । এই দুই যুগে কোনো ধর্ম স্থাপক আসেন না, এরপর একে অপরের পিছনে নম্বর অনুসারে আসে আর নিজের নিজের ধর্মকে জানতে পারে । এই দেবী - দেবতা ধর্ম প্রায় লোপ হয়ে যাবে তারপর নিজেদের দেবতা বলতে পারবে না । পতিতকে কিভাবে শ্রী - শ্রী বা শ্রেষ্ঠ বলা হবে ? বাবাই শ্রেষ্ঠ বানান । দেবী - দেবতাদের শ্রেষ্ঠ বলা হয় । তাঁদের চিত্রও আছে কিন্তু মানুষ বুঝতে পারে না যে , দেবী - দেবতা ধর্ম কবে ছিলো বা কে স্থাপন করেছিলেন ? সত্যযুগের আয়ুই তারা লম্বা করে দিয়েছে ।

বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, নিজেকে আত্মা মনে করো আর বাবাকে স্মরণ করো । এখন এই খেলা সম্পূর্ণ হয়ে আসছে । তোমরা কি দেখতে পাচ্ছো না যে, এখন মুক্তি আর জীবনমুক্তির গেট খুলে যাচ্ছে ? মুক্তি আর জীবনমুক্তি দাতা তো একজনই । এখানে তো দেখো, কাউকে আবার জগত মাতার টাইটেল দেওয়া হয় । বাস্তবে জগদম্বা তো ইনি । এমন কেউই হবে না যে, যিনি জগত পিতা, শিক্ষক এবং জগত গুরু একই সঙ্গে । যদিও মানুষ নিজেদের অনেক নামও রেখে দেয় কিন্তু তারা তেমন নয় । কোথায় সেই লক্ষ্মী - নারায়ণ আর কোথায় এই বিকারী নিজেদের এই টাইটেল রেখে দেয় । মানুষ কতো বুদ্ধু হয়ে গেছে । আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ভুলে তাদের টাইটেল নিজের উপর দিয়ে দেয় । বাস্তবে উঁচুর থেকে উঁচু পদ তো একজনেরই, সদগতিদাতা তো একজনই । রাম বললেও একই নিরাকারকে মনে হবে ।

বাবা বলেন যে, ভারতবাসীরা নিজের ধর্মকেই জানে না - কবে এবং কে স্থাপন করেছিলো ? কেউ কেউ কোনো না কোনো দেবীকে স্মরণ করে - কেউ কৃষ্ণকে, কেউ গুরুকে স্মরণ করে । গুরুর ফটোও কেউ লাগিয়ে রাখে । তোমাদের ছবি দিয়ে কোনো কাজ নেই । যাঁর কোনো চিত্র নেই, তিনি হলেন বিচিত্র । আত্মা হলো বিচিত্র । বাবা যেমন বিচিত্র তেমনি বাচ্চারাও বিচিত্র । আত্মাই শুনতে পায় । বাবা এই শরীর ধার নিয়েছেন । তিনি বলেন - প্রকৃতির আধার ছাড়া আমি জ্ঞান কিভাবে দেবো ? রাজযোগ কিভাবে শেখাবো ?নিরাকারকেই ভগবান বলা হয় । তাঁকে এই পতিত দুনিয়াতেই আসতে হয় । কৃষ্ণকে দেখানো হয় অশ্বত্থ পাতায় সাগরের জলে ভেসে এসেছিলো, কিন্তু এমন কোনোকিছু হয় নি । কৃষ্ণ তো এই বিশ্বের প্রথম প্রিন্স । সেখানে অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না । প্রথমে অদ্বৈত রাজ্য থাকে, তারপর দ্বৈত হয়ে যায়, তারপর অনেক প্রকারের ধর্ম স্থাপন হয়ে যায় । তাই বাচ্চাদের এই কথা বুঝতে হবে যে, বাবা এনার শরীরে এসে আমাদের পড়ান । বাবা বলেন যে, আমি হলাম অশরীরী, এই শরীরের দ্বারা তোমাদের জ্ঞান দিই । আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । এইসব কথা বাবা বসে বোঝান । কেবল ঈশ্বর বা পরমাত্মা বললে বাবার সম্বন্ধ ভুলে যায় । পরমাত্মা হলেন বাবা, তাঁর থেকেই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা পাওয়া যায় -- এই কথা ভুলে যায় । তিনি হলেন আমাদের বাবা, সৃষ্টিকর্তা, আমরা তাঁর রচনা । তিনিই আমাদের সৃষ্টি করেছেন । কেউ তো রচনা করবেন, তাই না । বাবা বুঝিয়েছেন যে - পুরুষ হলো হদের ব্রহ্মা । তিনিই বাচ্চাদের সৃষ্টি করেন । প্রথমে স্ত্রীকে অ্যাডপ্ট করেন তারপর তার দ্বারা সন্তানের সৃষ্টি করেন । বাবাও বলেন যে আমি এনার দ্বারা সৃষ্টি

করি । স্ত্রী তো অবশ্যই চাই । বাবাকে বলাই হলো যে, তুমি মাতা – পিতা, তাই এই ব্রহ্মা মা হয়ে গেলো, এনার দ্বারাই দত্তক নেন । তাই তোমাদের ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী বলা হবে । তোমরা এনার দ্বারা বাবার হয়েছো । এ খুবই আশ্চর্যের কথা ॥ শাস্ত্রে এই কথা নেই । আমাকে বলা হয় পূর্ণ জ্ঞানী, জানিজানানহার । মানুষ মনে করে, পরমাত্মা সকলের মনের কথা জানেন, থট রিডার কিন্তু এত সকলের থট রিডার কিভাবে হবেন ? বাবা বলেন যে, আমি মনুষ্য সৃষ্টির বীজ রূপ । আমি চৈতন্য এবং সৎ । আত্মাও চৈতন্য । শরীর হলো অসত্য, ধীরে – ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে । আত্মার তো কখনো মৃত্যু হয় না । আত্মাই এই জ্ঞান গ্রহণ করে ।

বাবা বোঝান যে, আমি পরমপিতা পরমাত্মা হলাম নির্লিপ্ত, অর্থাৎ দুঃখ – সুখ, তেতো বা মিষ্টি কোনোকিছুরই আমার উপর প্রভাব পড়ে না । আমি এই সমস্ত কিছুর থেকে নির্লিপ্ত । আমি হলাম জ্ঞানের সাগর । মানুষ আবার বলে দেয়,আত্মা নির্লিপ্ত, কারণ তারা আত্মাই পরমাত্মা মনে করে । একজন বলে দিলো, ব্যস, তার পিছনে সবাই অনুসরণ করতে লাগলো । বাবা বলেন যে, আমি নির্লিপ্ত । আমার টক বা নুনের প্রভাব হয় না । এ কথা এর আত্মা বলে যে – অমুক জিনিস টক । আমার মধ্যে সমস্ত সৃষ্টির জ্ঞান আছে, যা আমি আত্মাদের পড়াই । তোমাদের প্রত্যেককে বুঝতে হবে যে – আমি আত্মা, পরমপিতা পরমাত্মার কাছে শুনছি । এ তো বরাবর ভগবান উবাচঃ । নিশ্চিত করতে হবে যে – গড বা ক্রিয়েটর একজনই ।

প্রথমদিকে মুখ্য বিষয় হলো ভারতের । ভারতকেই অবিনাশী খণ্ড বলা হয় । এই ভারত হলো পতিত – পাবন বাবার জন্মভূমি । এ হলো অনেক উঁচু খণ্ড । এখানেই লক্ষ্মী – নারায়ণের রাজধানী থাকবে । এ কথা তোমরাই জানো যে, বাবা আবার দেবী – দেবতা ধর্মের চারাগাছ লাগাচ্ছেন । যারা এই ধর্মের হবে তারাই এসে এই অবিনাশী আশীর্বাদী বর্সা নেবে । একেই চারাগাছ বলা হয় । বাবা বুঝিয়েছেন যে, তোমাদের দেহী – অভিমানী হতে হবে । বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন । আমরা এই কানের দ্বারা শুনি, পড়ি এবং পড়াই । আচ্ছা ।

মিষ্টি – মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা – পিতা, বাপদাদার স্মরণ – ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :--

১) চিত্রকে ভুলে বিচিত্র হয়ে বিচিত্র বাবাকে স্মরণ করতে হবে । দেহ – সহিত দেহের সর্ব সম্বন্ধকে বুদ্ধির দ্বারা ভুলতে হবে, দেহী – অভিমানী হয়ে থাকার অভ্যাস করতে হবে ।

২) দেবী – দেবতা ধর্মের চারাগাছ লাগছে, এইজন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । দৈবীগুণ ধারণ করতে হবে ।

বরদান : - জ্ঞানকে রমণীয় ভাবে মন্থন করে এগিয়ে গিয়ে সদা হর্ষিত মুখ ভব

এ কেবল আত্মা – পরমাত্মার শুকনো জ্ঞান নয় । এ অনেক রমণীয় জ্ঞান, কেবল রোজ নিজের নতুন নতুন টাইটেল স্মরণে রাখো – আমি তো আত্মা কিন্তু কোন্ ধরনের আত্মা, কখনো আর্টিস্টের

আত্মা, কখনো বিজনেসম্যানের আত্মা ----এমন রমণীয়তায় এগোতে থাকো । বাবাও যেমন কতো রমণীয় দেখো - কখনো ধোপা হয়ে যায়, কখনো বিশ্বের রচয়িতা, কখনো অনুগত সেবক ----- তাই যেমন বাবা, তেমন বাচ্চা ----এমনই এই রমণীয় জ্ঞানের মন্থন করে আনন্দে থাকো, তখনই বলা হবে খুশীর ভাগ্যের অধিকারী ।

স্লোগান :- প্রকৃত সেবাধারী সেই, যার প্রতি সঙ্কল্পে সেবার উৎসাহ - উদ্দীপনার নেশা ভরপুর আছে ।